দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ২০ মাঘ ১৪১৭ ॥ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১

সমস্যার সমাধানে চাই সামাজিক অঙ্গিকার

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

অনেক দেরিতে হলেও ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করে একটি কঠোর আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে সংবাদপত্র সূত্রে জানা গেছে। এই আইন অনুযায়ী ইভটিজিংয়ের জন্যে ৭ বছর জেল এবং অপরাধটিকে অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে ধরা হয়েছে। বর্তমানে আইনটি সংসদে পাস হওয়ার অপেক্ষাধীন। তবে কবে নাগাদ আইনটি পাস হবে বা এর প্রয়োগ কবে হবে সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে কঠোর আইন ও এর যথাযথ প্রয়োগের দাবি বহুদিনের। শেষ পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে কঠোর অবস্থানে গিয়েছেন এটা অত্যন্ত আশার কথা।

বর্তমানে সমাজের একটি বড় ব্যাধি হলো নারী উত্ত্যক্তকরণ। গত কিছুদিনে এ সামাজিক ব্যাধিটির প্রকোপ বেড়েছে। সম্প্রতি ইভটিজিংয়ের কারণে রংপুরে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী রুমার আত্মহত্যা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার ও প্রশাসন উত্ত্যক্তকারীদের ব্যাপারে তুলনামূলক কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। উত্ত্যক্তকারীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।

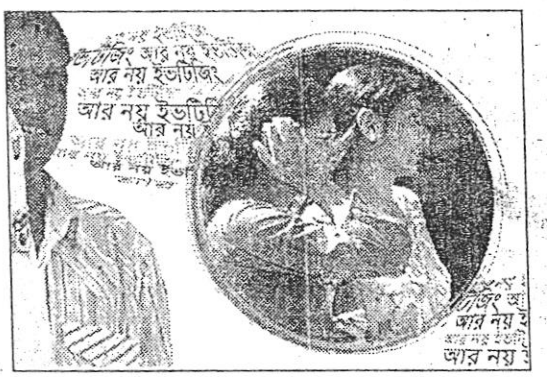

একটি সভ্য সমাজের জন্যে এ ধরনের ঘটনা ভালো লক্ষণ নয়। অপরাধীদের এতটা বেপরোয়া ভাব সমাজে নতুন ক্ষতের জন্ম দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। এই পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেটা এখনই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে সমাজে বসবাসকারী সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে। আমি এ ধরনের সমস্যায় পড়ছি না বা আমি এ সমস্যায় পড়ব না এমনটি ভাবার কোন অবকাশ নেই। এ ধরনের সমস্যা যদি সমাজে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে, তাহলে আজ না হলেও কাল যে এ ধরনের অপকর্মের শিকার আপনিও হবেন না সেটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

আর তাই সমাজের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ অপকর্ম প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। গত কিছুদিন যাবৎ হয়রানির যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, যারা এর শিকার হচ্ছেন তারা ছাড়া আশপাশের অনেকেই এর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করছেন না, যেটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যেকোন সমস্যা সমাধানে সরকার বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ থাকলে তা খুব সহজে সমাধান সম্ভব। একমাত্র সামাজিক অঙ্গিকার পৃথিবীর অনেক বড় বড় অনিয়ম বা সমস্যার সমাধান এনে দিয়েছে। গত দু-বছর যাবৎ হঠাৎ করে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা এতো বেড়ে যায়নি যে, আমরা আগে কম তথ্য পেতাম এখন বেশি বেশি পাচ্ছি তা খতিয়ে দেখা দরকার। এ খবরগুলো কেন আগে পাইনি কেনই বা এখন বেশি করে পাচ্ছি ? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা প্রয়োজন।

পরিবারই হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ, সেখান থেকে বাবা-মা সচেতনভাবে সন্তানদের শিক্ষা দিবে। আজ সময় এসেছে দলবদ্ধভাবে নারী উত্ত্যক্তকারীদের প্রতিরোধ করার। এ জন্যে শুধুমাত্র সরকার বা প্রশাসনের ওপর নির্ভর না করে আমাদের উচিত হবে যার যার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা। মনে রাখতে হবে, এই সমাজের একজন হিসেবে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষেরই আমাদের প্রত্যেকের ওপর হক বা অধিকার রয়েছে। সে অধিকার পূরণে আজ আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যার যার দায়িত্ব থেকে আমরা যদি নিজেদের দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করি তা হলে সমাজের সকল অন্যায়-অবিচার নির্মূল হতে বাধ্য। কোন কারণেই অপরাধ দমনে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় আর নেই। যে কোন অন্যায় অত্যাচার রুখতে সকলকে একজোট হতে

হবে। দলমত নির্বিশেষে অন্যায় প্রতিরোধে সকলকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে।

মনে রাখতে হবে সরকারের আইন বা প্রশাসন কর্তৃক এর প্রয়োগের পাশাপাশি সমাজের অন্যায় অবিচার রুখতে সমাজের সবারই দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্যে আইনের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে ইভটিজিংয়ের মতো জঘন্য অপরাধ রুখতে। স্মরণ রাখতে হবে যে কোন সামাজিক ব্যাধি সমাজের একজন হিসেবে আমাকে আপনাকেও আঘাত করতে পারে। আঘাত না আশা পর্যন্ত আমরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে হয়তো আমাকে বা আপনাকে তার জন্যে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। ইভটিজারদের প্রতি আর কোন কৃপা প্রদর্শন নয়, এই অপরাধীদের তাদের অপকর্মের জন্যে প্রতিটি পলে পলে শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই অপরাধীদের যদি রুখতে না পারি তাহলে একদিন এমনও হতে পারে যে চোখের সামনে আমার বা আপনার প্রিয় স্বজন অপদস্থ হলেও করার কিছুই থাকবে না। আমরা কি সে সময় পর্যন্ত বসে থাকব? নাকি এই নরপশুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজ, এক্ষুণি।

[লেখক : ডিন, স্কুল অভ এডুকেশন এন্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]